বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বখশিবাজার, ঢাকা-১২১১।
website: www.bmeb.gov.bd

নং-পরী/আলিম-২০১২/ ৩৩১১ /নথি-১৩ তারিখঃ ২০/১১/২০১১ খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ এবং নির্বাচনী পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক সম্পন্ন হবে। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম, নিয়মাবলী এবং ফি-এর হার নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। ক.	আংশিক/ প্রাইভেট/ জি. পি. এ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীকে নিজ নিজ মাদরাসার অধ্যক্ষ বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখঃ	৩০.১১.২০১১
খ.	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের শেষে ফলাফল প্রকাশের শেষ তারিখ ঃ-	০৮.১২.২০১১
গ.	নিয়মিত, অনিয়মিত, প্রাইভেট এবং জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের আবেদন ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ নিজে অথবা তাঁর প্রাধিকার প্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বেলায় গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের কপি অথবা ফরম সংগ্রহের আবেদনে গভর্নিং বডির সভাপতি অথবা জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর অবশ্যই আনতে হবে। অন্যথায় ফরম সরবরাহ করা বোর্ড / আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হবে না। ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন মাদরাসা সমূহকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, বখশি বাজার, ঢাকা থেকে এবং ০৮ টি অঞ্চলের আওতাধীন মাদরাসা সমূহকে বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে আবেদন ফরম ও আনুসংগিক কাগজপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আলিম ২০১২ সনের পরীক্ষার্থীদের এন্ট্রি ফরম গ্রহণের সময় নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের ফলাফল, আংশিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার প্রমানপত্র জমা দিতে হবে।	০১.১২.২০১১ থেকে ০৮.১২.২০১১
ঘ.	বিলম্ব ফি ছাড়া পরীক্ষার ফি এর ব্যাংক ড্রাফট ক্রয় এবং জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১১.১২.২০১১ থেকে ২১.১২.২০১১ পর্যন্ত
ঙ.	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি-সহ ব্যাংক ড্রাফট ক্রয় এবং জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২২.১২.২০১১ থেকে ২৮.১২.২০১১পর্যন্ত
চ.	ড্রাফট জমা দেয়ার গৃহিত রশিদসহ ঢাকা অঞ্চলের স্ব-স্ব মাদরাসা বোর্ডের আলিম শাখায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে নিজ নিজ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সর্বশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত) নিকট হাতে হাতে জমা দেয়ার তারিখ	০২/০১/২০১২ থেকে ০৫/০১/২০১২ পর্যন্ত
ছ.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির মাধ্যমে বোর্ডে ফরমসমূহ জমা দেয়ার শেষ তারিখ	০৮-০১-২০১২ থেকে ১২.০১.২০১২ পর্যন্ত

২. **বোর্ডে/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরীক্ষার্থীদের এন্ট্রি ফরম ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র জমা দেয়ার নিয়মাবলী ঃ**

ক) বিলম্ব ফি ছাড়া এবং বিলম্ব ফি সহ জমাকৃত পরীক্ষার্থীদের এন্ট্রিফরম ও তথ্য বিবরণী একত্রে প্রিন্ট আউটের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।

খ) বোর্ড এবং কম্পিউটার কেন্দ্রের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসমূহ আলাদা আলাদা ভাবে ২ (দুই) সেট ছকে উল্লেখিত ক্রমানুযায়ী তৈরী করে একত্রে সুতা/স্ট্যাপলার পিন দ্বারা গেঁথে জমা দিতে হবে।

বোর্ডের জন্য	কম্পিউটার কেন্দ্রের জন্য
১. গৃহিত টাকার রশিদ	১. মুখপত্র (টপশীট)- ১ কপি
২. মুখপত্র (টপশীট)- ১ কপি	২. তথ্য ফরম (কম্পিউটার কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য)- ১ কপি
৩. তথ্য ফরম (কম্পিউটার কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য)- ১ কপি	৩. বিবরণী ফরম- ১ সেট
৪. এন্ট্রিফরমসমূহ (প্রিন্ট আউটের ক্রমানুসারে)	
৫. বিবরণী ফরম- ১ সেট	
৬. মূল প্রিন্ট আউট	

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ পূরণকৃত এন্ট্রি ফরম জমা দেয়ার সময় ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ফরমের সঠিক হিসাবসহ বাতিলকৃত ফরম(যদি থাকে) জমা দিতে হবে।

৩. **আবেদন ফরম গ্রহণঃ**

ভর্তিকৃত ২০০৭-২০০৮ (নবায়ন ক্ষেত্রে), ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ সেশনের ছাত্র-ছাত্রী যাহারা ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের ক্রমের তালিকা জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৪. **এক/দুই বিষয়/গ্রুপের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ঃ**

ক. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১০ সালের আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয় (চতুর্থ বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়ে ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়/গ্রুপ অংশগ্রহণ করে আংশিক বিষয়/বিষয়সমূহে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় অবশিষ্ট অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে **(৪র্থ বিষয় বাদে)** অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ. ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় এক বিষয়/এক গ্রুপে"এফ গ্রেড" প্রাপ্ত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীগণ ২০১২ সালে এক বিষয়/এক গ্রুপের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে (রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে)।

গ. ২০১০ ও ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়/গ্রুপে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০১২ সালে উক্ত পরীক্ষায় তার ফেল করা এক/দুই বিষয়/গ্রুপে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে শুধুমাত্র এক/দুই বিষয়ে/গ্রুপে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে এক বার এক বিষয়ের/গ্রুপের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১০ সালের এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় **(চতুর্থ বিষয় বাদে)** অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে কিন্তু ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারাও ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় **(চতুর্থ বিষয় বাদে)** অথবা সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঙ. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১০ সালের আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২০১১ সালে আলিম পরীক্ষায় ঐ এক/দুই বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বহিস্কার অথবা রিপোর্টেড হয়েছে এবং শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেবলমাত্র ২০১১ সালের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারাও ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় এক/দুই বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে রেজিঃ মেয়াদ না থাকলে মেয়াদ নবায়ন করা যাবে না।

চ. কোন পরীক্ষার্থী যদি এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে থাকে এবং তার রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ না থাকে এরূপ পরীক্ষার্থী জন প্রতি ২০০/- (দুইশত) টাকা নবায়ন ফি অত্র শিক্ষা বোর্ডে জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক ২০১২সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ছ. **২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় নিয়মিত, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা এক/দুই বিষয়/গ্রুপেঅকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ইচ্ছা করলে ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয় বাদে) অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পূর্ববর্তী বছরের অন্যান্য বিষয়ের গ্রেড পয়েন্টের সাথে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের গড় করে জি.পি.এ. নির্ধারণ করা হবে।**

৫. **২০১২ সালে আলিম পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়ে সুবিধাঃ**

ক. ২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ সেশনের পরীক্ষার্থীগণ চতুর্থ বিষয়সহ ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তাদের জি.পি.এ. নির্ধারণের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা পাবে।

৬. **রেজিস্ট্রেশন ও সেশনঃ**

ক. যে সকল পরীক্ষার্থীরা ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বিষয়/গ্রুপেঅকৃতকার্য হয়েছে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে কেবলমাত্র সেই সকল পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন নবায়নপূর্বক এক বিষয়ের/গ্রুপের (ফেল করা বিষয়ের) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ. আবেদন ফরমে পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ না থাকলে আবেদন ফরম গ্রহণ করা হবে না। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া আবেদন ফরম কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য করা হবে। সকল পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডের নম্বর ও বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল অধ্যক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

৭. **রেজিস্ট্রেশন নবায়নঃ**

যে সকল আলিম পরীক্ষার্থীর (প্রাইভেট পরীক্ষার্থী সহ) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ২০১১ সালে শেষ হয়ে গেছে এবং এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে তারা ২০০/- (দুইশত) টাকা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রদানপুর্বক ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। নবায়নকৃত প্রাইভেট রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা স্ব-স্ব মাদরাসার মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

৮. **জিপিএ উন্নয়ন হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণঃ**

ক. যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় যথাক্রমে জি.পি.এ. ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে; তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। পূর্বের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। **জিপিএ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন হবে না। কোন অবস্থাতেই মাদরাসা, কেন্দ্র ও বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না। পরীক্ষার ফি এর সাথে জিপিএ উন্নয়ন ফি (*১২ নং ক্রমিকের ছকে বর্ণিত হারে*) জমা দিতে হবে।**

খ. রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরের বৎসরেই আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়নের কোন সুযোগ নেই।

গ. যে সকল পরীক্ষার্থী এক/দুই বিষয় পরীক্ষা দিয়ে ২০১১ সালের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ঘ. যে সকল পরীক্ষার্থী জি.পি.এ. উন্নয়ন পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে ২০১২ সালের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৯. সকল প্রকার পরীক্ষার্থীদেরকে ২০১২ সালের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১০.

ক. প্রাইভেট পরীক্ষার ফরমে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সীল ব্যবহার করা যাবে না, কেবল সংশ্লিষ্ট মাদরাসার অধ্যক্ষের নামের সীল ব্যবহার করতে হবে।

খ. বিজ্ঞান বিভাগ/ ব্যবহারিক আছে এমন বিষয়ে কোন পরীক্ষার্থী প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১.

ক. আবেদন ফরম পরীক্ষার্থীকে নিজ হাতে পূরণ করতে হবে। নাম, পিতার নাম ও মাতার নামসহ সকল তথ্যাদি প্রিন্ট আউট-এ উল্লেখিত তথ্যের ন্যায় হবে।

খ. আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে সকল পরীক্ষার্থীর জন্য একই ড্রাফটে ফি জমা দিতে হবে।

গ. আবেদন ফরমে লিপিবদ্ধ পরীক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ভুলভাবে বিবরণী ফরমে উল্লেখ করতে হবে। কম্পিউটার প্রিন্ট আউট-এর সিরিয়ালের ক্রমানুসারে বিবরণী ফরম প্রস্তুত করতে হবে।

ঘ. আবেদন ফরমে পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ঙ. অকৃতকার্য এবং জি.পি.এ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদেরকে পূর্ববর্তী মাদরাসা হতেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ অন্য কোন মাদরাসা হতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে (নিয়মিত রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা কালিন) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সম্প্রতি তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো (টুপি/ওড়না পরিহিত) মাদরাসার অধ্যক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে আইকা আঠা দ্বারা সংযুক্ত করে দিতে হবে।

ছ. আবেদন ফরমের উপরে ডান পার্শ্বের কোনায় প্রিন্ট আউটের ক্রমিক নম্বর সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

জ. অসম্পূর্ণ আবেদন ফরম কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঝ. **জি.পি.এ উন্নয়ন/ছাড়পত্র (টিসি) ইস্যুকৃত পরীক্ষার্থী ব্যতিত প্রিন্ট আউটে নাম নেই এমন কোন পরীক্ষার্থীর ফরম কোনভাবেই জমা দেওয়া যাবেনা। এ ধরণের ফরম জমা দিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এর দায়-দায়িত্ব অধ্যক্ষ বহন করবেন।**

১২. **সকল প্রকার পরীক্ষার্থীর যাবতীয় ফি-এর হার নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হলো ঃ**

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টস ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	মূল সনদ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	রিটেনশন (আর.পি) ফি (অনিয়মিত) পরীক্ষার্থীদের বেলায়)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি প্রতি পরীক্ষার্থী	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী (যাদের বেলায় প্রযোজ্য)	অনুমতি/তালিকাভূক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	৭০/-	৪০/-	৫০/-	১০০/-	১০০/-	৫/-	১৫/-	১০০/-	--
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী (দুই বিষয়ের পরীক্ষার্থী সহ)	৭০/-	৪০/-	৫০/-	--	১০০/-	৫/-	১৫/-	১০০/-	--
জি. পি. এ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	৭০/-	৪০/-	৫০/-	১০০/-	---	৫/-	১৫/-	১০০/-	১০০/-
এক বিষয়ের পরীক্ষার্থী	৭০/-	৪০/-	৫০/-	--	১০০/-	৫/-	১৫/-	১০০/-	--
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী	৭০/-	--	৫০/-	১০০/-	---	৫/-	১৫/-	১০০/-	১০০/-

বিঃ দ্রঃ যে সকল পরীক্ষার্থী ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালে আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ফরম পূরণ করেছিল তাদেরকে সনদ ফি প্রদান করতে হবে না। তবে মানউন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ১০০/- (একশত) টাকা সনদ ফি দিতে হবে। প্রিন্ট আউটে ৪র্থ বিষয় উল্লেখ থাকলে ফরম পূরণের সময় অবশ্যই ৪র্থ বিষয়ের ফি জমা দিতে হবে।

১৩. আলিম রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী - ২০০/-টাকা। বিলম্ব ফি প্রতি পরীক্ষার্থী- ১০০.০০ (একশত) টাকা।

১৪. কেন্দ্র ফিঃ

ক. আলিম পরীক্ষার প্রতি পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র ফি ৩০০/= (তিনশত) টাকা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

খ. কেন্দ্র ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ থেকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকার পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। বোর্ড অফিস হতে অলিখিত উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচ কেন্দ্র ফি হতে বহন করতে হবে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় কেন্দ্র ফি হতে সংকুলান করতে হবে।

১৫. আলিম মুজাব্বিদ-ই-মাহির পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা (২০৮ কোড বিষয়) ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। ফিক্হ ২য় পত্র (কোড-২০৪) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। **যদি কেহ ইংরেজি ব্যতীত ফিক্হ ২য় পত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তবে তার পরীক্ষার ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।**

১৬.

ক. ডাকযোগে কোন আবেদন ফরম, প্রিন্ট আউট, তথ্য ফরম, বিবরণী ফরম ও মুখপত্র পাঠানো যাবে না।

খ. অবৈধ রেজিস্ট্রেশন, বোর্ডের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে মাদরাসা বদলী, রিপোর্টেড ও বহিস্কার হওয়ার কারণে ২০১২ সালের পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য নয়, এছাড়া অন্য যে কোন ধরণের অবৈধ ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিলে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার অধ্যক্ষ দায়ী থাকবেন এবং পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ. মাদরাসা প্রধানকে অবশ্যই নামসহ সীল ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো। কোনক্রমেই প্যাডের ফটোকপিতে আবেদন করা যাবে না।

ঘ. বোর্ডে যে কোন আবেদন মাদরাসার ছাপানো মূল প্যাডে দাখিল করতে হবে।

ঙ. **আবেদনপত্রে মাদরাসা প্রধানের টেলিফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে ও মাদরাসার কোড নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে।**

চ. মাদরাসা প্রধানসহ সকল শিক্ষককে ইউ.এন.ও/সভাপতি কর্তৃক (স্বাক্ষর ও ছবি সত্যায়ন পূর্বক) স্বাক্ষরিত পরিচয়পত্র নিয়ে বোর্ডে আসতে হবে।

১৭. অত্র প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ২০১২ সালের আলিম পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মাদরাসার অধ্যক্ষগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১৮. যে সকল জেলায়/উপজেলায় আলিম কেন্দ্র আছে সেই জেলা/উপজেলার কোন মাদরাসা অন্য কোন উপজেলা/জেলা কেন্দ্রে কেন্দ্র নির্বাচন করতে পারবে না। স্ব-স্ব জেলার/উপজেলায় কেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ নজমুল হুদা)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮৬২৫৯১৮।

নং-পরী/আলিম-২০১২/ ৩৩১১ /নথি-১৩ তারিখঃ ২০/১১/২০১১ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহা পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/ রাজশাহী/ কুমিল্লা/ যশোর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ বরিশাল/দিনাজপুর।
৪. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/ রাজশাহী/ কুমিল্লা/ যশোর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ বরিশাল/দিনাজপুর।
৫. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬. উপ-রেজিস্ট্রার (কমন), বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৮. সকল কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৯. সিস্টেম এনালিস্ট (ভারপ্রাপ্ত), মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১০. আইসিটি-ইনচার্য, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. সহকারী পরিদর্শক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/ রংপুর/খুলনা/বরিশাল।
১২. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩. অধ্যক্ষ, অনুমতি/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আলিম, মাদরাসা (সকল)।
১৪. পি.এ.টু- চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৫. অফিস কপি।

অত্র বিজ্ঞপ্তি বোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইটে www.bmeb.gov.bd পাওয়া যাবে ।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ কামরুল হাসান)
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৬৭৫২৪৮।